AHANA

ROTARY CLUB OF CALCUTTA JADAVPUR BULLETIN

VOLUME LVII, May 2025

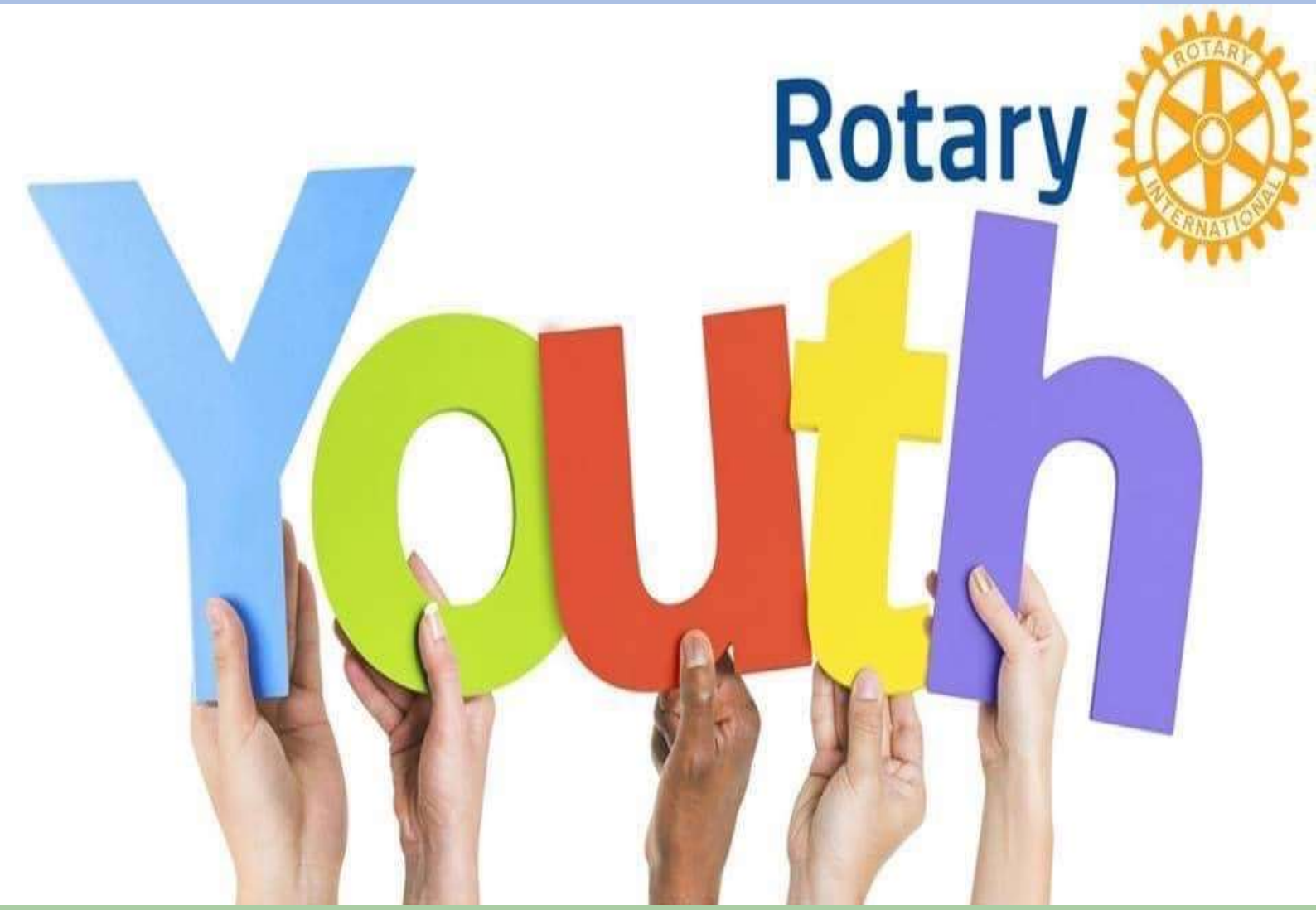

May is Youth Service Month

Rotary

THE MAGIC OF ROTARY

ROTARY CLUB OF CALCUTTA JADAVPUR

Stephanie A. Urchick	Dr. Krishnendu Gupta	Dr. Mainak Sengupta	Soumya Chattopadhyay	Manas K. Ghosh
RI President	District Governor RID 3291	Club President	Club Secretary	Bulletin Editor

THE EDITORIAL BOARD

Manas K. Ghosh

Sonia Gupta

Shakhi Banerjee

Sikha Mukherjee

Dr. Kunal Ray

Sanjay Ray

Amrita B. Bandyopadhyay

FROM THE EDITOR'S DESK

"বৈশাখেতে তপ্ত বাতাস মাতে/ কুয়োর ধারে কলাগাছের দীর্ণ পাতে পাতে;/গ্রামের পথে ক্ষণে ক্ষণে ধুলা উড়ায়,/ডাক দিয়ে যায় পথের ধারে কৃষ্ণচূড়ায়;/ আশুক্লান্ত বেলগুলি শীর্ণ হয়ে আসে,/ ম্লান গন্ধ কুড়িয়ে তারি ছড়িয়ে বেড়ায় সুদীর্ঘ নিশ্বাসে।"
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "আছি"-"পরিশেষ"-"বিচিত্রা" ১৩৩৮ (ইং১৯৩১)

Summer is already in full swing, and we're nearly halfway through the season. The month of May commemorates the birth anniversaries of eminent litterateurs who ushered blooms anew and spearheaded the renaissance of Bengali literature, culture, and social reform. The 165th birth anniversary of Rabindranath Tagore was celebrated on May 9th. Rabindranath has not only been a one-man synthesis of the old and the new, the ancient and the modern, but he has also been, because of his extraordinary catholicity of mind, a leading light to the world struggling to be reborn into sanity, his relevance, all that he stood for, as a corrective to our age of cynic despair. 22nd May marked the 253rd birth anniversary of the maker of modern India and the great social reformer Raja Ram Mohan Roy. This day serves as a tribute to his pioneering efforts in driving the Bengal Renaissance and laying the foundation for Modern Indian Society, the sweeping role that he played in the abolishing of *Sati*

challenged social bigotry and superstitions. Fittingly, as May winds down, we pause to remember Kazi Nazrul Islam or Dukhu Mia , as he was well liked, born on 24 May [1899] in Churulia village, Burdwan in the erstwhile British India. An eminent Bengali poet, singer, composer, lyricist, musician, actor, short story writer, journalist, translator and soldier, his spell of activities was only for 22 years (1920-1942) after which, lamentably, he lost his speech & memory until death (29 August 1976). Pretty much at the end of his life, in1976, he was accorded as the national poet and was also conferred citizenship of Bangladesh. Nazrul's poetry, songs, music, messages, novels and stories were put down with themes, that included equality, justice, anti-imperialism, humanity, rebellion against oppression and religious devotion. Nazrul Islam's activism for political and social justice as well as writing a poem titled as Bidrohi meaning "the rebel" in Bengali, earned him the title of Bidrohi Kobi (Rebel Poet).That's all I have for now, dear friends and fellow members. Till then good luck & goodbye.

DISTRICT GOERNOR'S CLUB VISIT

Rotary Club of Calcutta Jadavpur welcomes District Governor AKS Dr. Krishnendu Gupta and the First Lady Dr. Simran Gupta to the official District Governor's club visit on 29th May, 2025

Service Projects of the Month At a Glance

Mission Life Beyond Cancer

As a part of an ongoing service, from Mat 1st to May 29th, **RCCJ donated Rs 1,30,000/- towards treatment of 12 pediatric cancer patients admitted in different hospitals in Kolkata**

On 9th May, Rotary Club of Calcutta Jadavpur along with members of **Inner wheel Club of Jadavpur** visited the **Day Care of Mother & Child Department of Oncology**, **Calcutta Medical College,** and donated essential goodies to both mothers and children. The members talked with the kids as well as mothers and tried to cheer them up and give them hope for a brighter future.

Mission Literacy and Beyond

Supporting academic excursion of a school

RCCJ supported the **academic visit of the 3rd and 4th grade students of St. Patrick Day school students to the Birla Planetarium** on 9th May. The school hosts students mainly from low economic background and many of whom are first generation learner.

Donating books to a public library

On 11th May, RCCJ donated **60 books to a public library at Jagat Mukherjee Park in Bagbazar.** The keeper of the park has initiated this idea of running a library for people of all ages.

Mission Mother and Child Care

Celebrating Mother's Day in a destitute home

On 9th May, RCCJ participated in the Mother's Day Celebration at **Loreto Rainbow Home, Entally.** RCCJ had the privilege **to honor the mothers of forty students of the school by handing over gifts (small hand bags) to them** and also presented a beautiful cake RCCJ also felicitated two students of the school who had excelled in their 10th & 12th board exams with 96% marks.

Mother and Child Nutrition Awareness in a Montessori School

On 15th May, RCCJ arranged a **mother and child interactive session on Nutrition at PANCHHI PLAYSCHOOL** . Rtn. Paromita Das Datta gave a very informative and narrative lecture in a very lucid language about the Do's and Don'ts of day-to-day food habits for the toddlers.

Memories of the Month

Club Assembly and Assistant Governor's Visit to the Club on 15th May

RCCJ was a Bronze Partner to Rotary District Training Assembly held on 25th May

THANK YOU FOR CHOOSING TO MAKE A DIFFERENCE THROUGH YOUR DONATION IN CASH OR IN KIND

The Writer's Corner

কুম্ভকর্ণ পালাহাসির গল্প লেখার কোনোদিন চেষ্টাই করিনি। কারণ ওটি আমার দ্বারা হবেনা আমি ভালো করেই জানি। কিন্তু এবার ভাবলাম আমাদের ছোটবেলার একটি ঘটনা কে কেন্দ্র করে একটা হাসির গল্প লিখেই ফেলি।আমার ছোটবেলা কেটেছে এক মফস্বলে। আমি আমার দাদা এবং আমাদের বন্ধুরা তখন ক্লাস ফাইভ, সিক্স বা সেভেনে পড়ি। একবার ঠিক হল দাদারা কয়েকজন মিলে একটা ডিটেকটিভ নাটক করবে। তখনকার গোয়েন্দা গল্পের জনপ্রিয় চরিত্র স্বপন কুমারের একটি গল্প বেছে মহা উৎসাহে শুরু হল রিহার্সাল। বলাই বাহুল্য ব্যাপক মারপিটের নাটক বলে আমরা মেয়েরা ছিলাম দর্শক মাত্র।পাড়ার দাদাদের ধরাধরি করে এক ডেকরেটর কাকু কে ম্যানেজ করে কোনরকমে পাড়ার মোড়ে একটি স্টেজ তৈরী হল।নাটকের দিন সন্ধেবেলা কুশীলব রা সেজেগুজে তৈরী। উত্তেজনা তুঙ্গে। আমার দাদার মুখ্য চরিত্র, ডিটেকটিভ স্বপন কুমার। সে থেকে থেকেই তার নকল পিস্তলে ক্যাপ ঠিক মত ফাটবে কিনা দেখতে গিয়ে সকলের কান ঝালাপালা করে তুলল।কিন্তু এমনই কপাল ঠিক সন্ধেবেলায় শুরু হল প্রচণ্ড ঝড় তার সাথে বৃষ্টি। ঝড়ের দাপটে পলকা স্টেজ প্রথমেই উড়ে গেল। দর্শক রা যে যেদিকে পারলো পালাল। কুশীলব রা মুখ চুণ করে কাছেই একটি বাড়ীতে আশ্রয় নিল। আর স্বপন কুমার মনমরা হয়ে বাড়ীতে এসে ঘুমিয়েই পড়ল। দাদার ঘুম ছিল বিখ্যাত। কানের কাছে কাঁসর ঘণ্টা বাজালেও তা ভাঙত না।যাই হোক ঘণ্টা দেড়েক বাদে ঝড় বৃষ্টি থামার পর পাড়ার দাদারা স্টেজ টা কোনরকমে খাড়া করে দিল। কুশীলব রা এবং আশ পাশ থেকে মা,কাকিমা,মাসীমা,ঠাকুমা,দিদিমা আর আমরা ক্ষুদে দর্শকরা ভীড় জমালাম স্টেজের সামনে।ভাই বলে একটি রোগা পটকা ছেলে হাতে এক বিশাল লাঠি আর মাথায় এক বেঢপ সাইজের পাগড়ী পরে সেপাই সেজেছিল।তাকে মনে হচ্ছিল কাঠির ওপর আলুর দম। একটি মাত্র সবেধন নীলমণি মাইক নিয়ে সে তারস্বরে চেঁচাতে লাগল, আপনারা সবাই আসুন,আমদের নাটক এক্ষুনি শুরু হবে। আমাদের আরেক বন্ধু সুমিত চাকর সেজেছিল। সে আবার ওই ধরণের রোল খুব ভালো করত বলে তার কোনোদিন প্রমোশন হয়নি। তার কপালে ওই সব রোল ই জুটত। সে এক দৌড়ে আমাদের বাড়ী গিয়ে আমার দাদার কানের কাছে প্রবল চিৎকার জুড়ে দিল... প্রবীর, শিগগির ওঠ, ঝড় থেমে গেছে, নাটক শুরু হবে। কিন্তু সেই কুম্ভকর্ণের ঘুম কি সহজে ভাঙ্গে? আমিও সুমিতের সাথে সরু গলায় চিৎকার জুড়লাম। যাই হোক এমন জোড়া গলার

চিৎকার এবং হট্টগোলে চোখ কচলে দাদা উঠেই কোনদিকে না তাকিয়ে সুমিতের গালে দিল এক বিরাশী সিক্কার থাপ্পড় কষিয়ে। হতভম্ব সুমিত গালে হাত দিয়ে দু মিনিট ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে তারপর ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদতে কাঁদতে 'আমি কিছুতেই আর এই নাটক করবনা'বলে বাড়ীর দিকে হাঁটা লাগাল। আর আমার দাদা হাফ প্যান্টের ওপর কোনমতে একটা শার্ট গলিয়ে তার পিস্তল বাগিয়ে ধরে স্টেজের দিকে দৌড় লাগালো। তবে তার টুপী টি পরতে ভুললনা। আমিও বাঘের পাছে ফেউ এর মত স্বপন কুমারের পেছনে ছুটলাম। স্টেজের কাছে গিয়েই সে প্রবল বিক্রমে ফটাস ফটাস করে পিস্তলের ক্যাপ ফাটিয়ে স্টেজে উঠে পড়ল। তারপরই সেপাই রূপী ভাইএর হাত থেকে মাইক কেড়ে নিয়ে মারলো তাকে এক রাম ধাক্কা। সেপাই এক্কেবারে স্টেজের বাইরে ছিটকে পড়ল মাটিতে আর হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠল। দর্শকরা প্রথমেই অ্যাকশন দেখে চটাপট করে তালি দিতে লাগল। এদিকে ভাইএর ঠাকুমা পোলাডারে মাইরা ফালাইল বলে ডুকরে উঠলেন। দর্শকদের মধ্যে মা ও ছিলেন। তিনি বেগতিক দেখে দাদার গালে এক থাপ্পড় কষিয়ে তার কান ধরে টানতে টানতে চল শয়তান ছেলে বাড়ী, আজ তোর ই একদিন কি আমারই একদিন বলে বাড়ীর দিকে হাঁটা দিলেন। দর্শকরা তখন সবাই হেসেই অস্থির। এইভাবে কিশোর দলের প্রথম নাট্য প্রচেষ্টার শোচনীয় পরিসমাপ্তি ঘটল

~ Rtn. Manas K.Ghosh

তুন দেশের খোঁজে - Part II

দুটো দিন বাকুতে থেকে ঠান্ডা আর হাওয়াতে একটু অভ্যস্ত হয়েছি ।আজ সকালে অতটাও ঠান্ডা লাগছে না। সকালে হোটেলে ১০০ পদ ব্রেকফাস্ট শেষ করে হৃষ্ট চিত্তে বাস এ উঠলাম। এখানে একটি মিউজিয়ামে প্রাচীন সভ্যতার কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে । ছড়িয়ে রয়েছে বহু জংলী জন্তুদের ফসিল। বেশ একটা গা ছমছমে ভাব। তবে সেখানে যাবার আগে ভিনটেজ গাড়িতে চড়ে mud volcano দেখতে যাবার কথা। উত্তেজিত বোধ করছি । ওমা- গিয়ে দেখি কিনা ভেঙে পড়ার আগের অবস্থায় কিছু গাড়ি দাড়িয়ে । সিট্ ফুটো, সামনের কাঁচ ভাঙা, স্টিয়ারিং বোধহয় ঘোরাতে গিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে। সেই গাড়িতে আমরা নাকি যাব পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে।কোথায় যাব জানি না। চেহারার গুণে ফ্রন্ট সিটে জায়গা পেলাম। পিছনে আরো তিনজন চেপটে বসে । দরজা লক হয় না। কাঁচ ওঠানো নামানোর কোনও provision আর বেঁচে নেই।বসে মনে হচ্ছিল world war । বা ॥ এর যুদ্ধে বোধহয় এই গাড়িগুলো ব্যবহার হয়েছিল ।যাই হোক অনেক ককিয়ে গাড়ী স্টার্ট নিলো। হু হু করে ছুটছে পাহাড়ের দিকে। ছোট ছোট ঢিবি পেরোতে মাথা গিয়ে গাড়ির চালে ঠেকছে। ড্রাইভার আপন মনে সিগারেট খাচ্ছে আর গান গাইছে । শুধু একসেলারেট করতে বা ব্রেক কস্তে তাকে এমন জোর দিতে হচ্ছে যে সে প্রায় সিট্ ছেড়ে উঠে পড়ছে। বেশ রোমাঞ্চকর অনুভূতি- মনে হচ্ছে এই বুঝি ডাকাতদল হারেরেরে করে পাহাড় ডিঙিয়ে ছুটে আসবে আর বেশ জমিয়ে racing হবে। আমার এডভেঞ্চার স্পৃহা যে পরের কয়েক মিনিট এ এভাবে সত্য প্রমাণিত হবে ভাবতে পারি নি। পাহাড়ের চূড়োয় ওঠার পথে গাড়ী গেল

বন্ধ হয়ে। থেমে গিয়েই সে গড়গড় করে নামতে শুরু করল। পিছনে সার দিয়ে গাড়ি আসছে ।ড্রাইভার কোনও রকমে স্টিয়ারিং নিয়ে হাঁচড় পাঁচড় করে একটু সাইড করে আমাদের প্রাণ বাঁচাল। কিন্তু গাড়ি তো আর স্টার্ট নেয় না। চারিদিকে আর কোনও গাড়ি নেই । আমি পাপ বোধ এ নেমে গিয়ে গাড়ির ওজন কমানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু ড্রাইভার চোখ পাকিয়ে বসিয়ে রাখল । জয়দেবদা আর দেবাশিস কে নেমে ঠেলতে হুকুম করল (পুরোটাই মূকাভিনয়- ভাষা বোঝার সাধ্য আমাদের নেই)। ওরা ঠেলতেই গাড়ী স্টার্ট হলো আর আবার গড়গড় করে নেমে যেতে লাগলাম। আমি চোখ টিপে বসে আছি আর শাখি দি ভয়ে তেত্রিশ কোটি দেবতাকে খুঁজে চলেছে। যা হোক ওপরে উঠে দেখি জয়দেবদা বেচারি গাড়ি ঠেলতে গিয়ে পপাতধরণীতলে । এরপর আরও বহু যুদ্ধ সেরে আমরা volcano র কাছে পৌঁছলাম। কি অদ্ভুত অবাক করা দৃশ্যে।। জায়গায় জায়গায় অগ্নুৎপাতের মতো ফুটছে আর লাভার মতো কাদা বেরিয়ে আসছে। এসেই ঠান্ডায় জমে গিয়ে ছোট ছোট টিলা তৈরি হচ্ছে। বিস্মিত হতবাক হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলাম আর তারপর রোলারকোস্টার রাইড করে নেমে এলাম নিচে। এখানের ঘোর কাটিয়ে মিউজিয়াম পৌঁছতে আর কিছু দেখার ইচ্ছে বাকি নেই। তখনও ওই অভিজ্ঞতা মনে করেই কেঁপে চলেছি।আর প্রাচীন সভ্যতার এত নিদর্শন আমাদের দেশে ছড়িয়ে যে এগুলো আর নতুন করে মনে দাগ কাটে না।এরপর fire mountain আর fire temple দেখার দুর্লভ অভিজ্ঞতা হলো। পাহাড়ের গায়ে অবিরত আগুন জ্বলছে।আসলে মাটির তলায় এসব জায়গায় যে প্রচুর তেল জমা হয়ে আছে তা চাপে flammable গ্যাস(methane) তৈরি করছে এবং ওপরে উঠে ঘর্ষণে আগুন তৈরী করছে।মন্দিরেও একই ঘটনা।তবে সুদূর বিদেশে মন্দিরে সিদ্ধিদাতা গণেশ ও নটরাজের পুজো দেখে বড়ই খুশি হলাম।এবার ফেরার পালা। কাল যাত্রা শুরু জর্জিয়ার পথে। সে আর এক কাহিনি। আসছি তাই নিয়ে পরের পর্বে।

~ Rtn. Pausali Paul

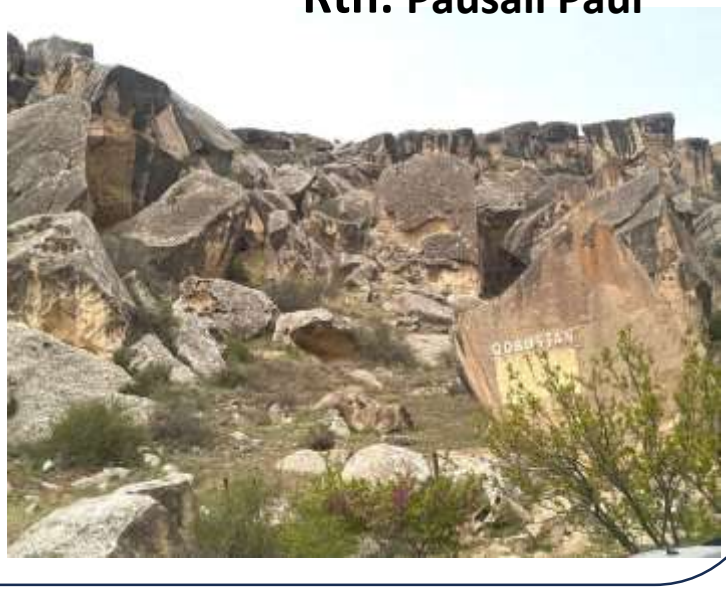

Nature en route Rudranath, photo captured by Rtn. (Dr.) Saiful Anam Mir

Kananaskis Country, Canada, captured by Rtn.(Dr.) Mainak Sengupta